দৈনিক বাংলা

006

তারিখ ... 1/5/85 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 5 ...

কেজি'র সঙ্গে প্রাইমারী পেরে উঠছে না

।।হাসান হাফিজ।।

রাজধানী ঢাকার সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। অথচ সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলিতে শিক্ষাদানের মান কিন্ডারগার্টেনের চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয়। এ তথ্য সংশিলষ্ট সূত্রের।

রাজধানীতে সরকারী প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা তিনশ ২২টি। মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এক লাখ ৫৫ হাজার পাঁচশ ৭৭। ঢাকায় সরকারী প্রাইমারী স্কুলের চেয়ে কিন্ডারগার্টেনের সংখ্যা বেশি। সূত্রটি জানান, স্কুলে গমনোপযোগী শিশুদের সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় সরকারী প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা মোটেও বাড়ছে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে প্রতি বছর সরকারী পর্যায়ে অন্ততঃ ৫০টি নতুন প্রাইমারী স্কুল হওয়া উচিত। গত বছর রাজধানীতে মাত্র একটি প্রাইমারী স্কুল সরকারীকরণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতর পরিচালিত এক সাম্প্রতিক জরিপে দেখা যায় সাধারণত একটু সঙ্গতিপূর্ণ অভিভাবকরা সরকারী প্রাইমারী স্কুলে ছেলে-মেয়েদের দিতে চান না। স্বাধীনতার পর এই প্রবণতা বেড়েছে। লক্ষ্য করা গেছে, অপেক্ষাকৃত স্বল্পবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরাই সরকারী প্রাইমারী স্কুলে পড়তে আসে। মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়, এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক। প্রতি বছর কত ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা ছেড়ে দেয়, সংশিলষ্ট

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

প্রাইমারী পেরে উঠছে না

(১-এর পৃঃ পর)

সূত্রটি তার হিসাব দিতে পারেননি। সূত্রটি দাবী করেন রাজধানীতে বেশ কিছুসংখ্যক প্রাইমারী স্কুল রয়েছে যেগুলির মান কিন্ডারগার্টেনের চেয়েও উন্নত।

কিন্ডারগার্টেনের সঙ্গে সরকারী প্রাইমারী স্কুলের অসম প্রতিযোগিতায় প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতর কতকগুলি পদক্ষেপ নিচ্ছে এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষাদানের মান আরো উন্নত করা, শিশুদের কাছে স্কুল এবং শিক্ষকদের আরো আকর্ষণীয় করে তোলা ইত্যাদি। এজন্যে স্কুলগুলিকে উন্নয়ন স্কীমের আওতায় আনা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতরের লক্ষ্য হচ্ছে রাজধানীর প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানোন্নয়ন।

জরিপে জানা গেছে রাজধানী ঢাকার অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বেহাত হয়ে গেছে। বিশেষ করে পুরনো ঢাকার বেশ কিছু স্কুলের জায়গা ইতিমধ্যে বেদখল হয়েছে। এগুলো পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতর এ পর্যন্ত ১০টি মামলা দায়ের করেছে।

জরিপে দেখা গেছে পুরনো ঢাকার স্কুলগুলিতে ছাত্রসংখ্যার তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। অন্যদিকে, নতুন ঢাকার বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা কম। এতে সমন্বয় সাধনের জন্যে পরিদফতর সম্প্রতি উদ্যোগ নিয়েছে। রাজধানী ঢাকার ৩২২টি স্কুলে শিক্ষকদের অনুমোদিত পদ দুই হাজার ৩২৩টি। এর মধ্যে ১৫/১৬টি পদ এখনো খালি রয়েছে।

সূত্রটি জানান ব্যাঙের ছাতার মতো যত্রতত্র কিন্ডারগার্টেন গড়ে তোলা হচ্ছে। এর জন্যে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতরের কোন অনুমতি বা রেজিস্ট্রেশন লাগে না। ৮২ সালে সামরিক আইন জারির পর কিন্ডারগার্টেন পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেই কমিটির রিপোর্ট এখনও প্রকাশের অপেক্ষায়।

এ প্রসঙ্গে আলাপ করলে একজন অভিভাবক জানান, রাজধানীর বেশির ভাগ কিন্ডারগার্টেনই শিশুদের নষ্ট করে দেয়। এটা শিক্ষা ব্যবস্থার অভিশাপ ছাড়া আর কিছু নয়। অপর একজন অভিভাবকের অভিমতঃ এটা একটা ভালো সিস্টেম তবে খুবই ব্যয়বহুল। অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কিন্ডারগার্টেনের মানে উন্নীত করা দরকার এবং কিন্ডারগার্টেনে ছেলে-মেয়েদের পড়ানোর ব্যয়ভার কমিয়ে আনা উচিত।